জামুড়িয়া-পাণ্ডবেশ্বরে অস্ত্রের ভাণ্ডার!

এসটিএফের-এর জালে আন্তঃরাজ্য পাচারচক্র, উদ্ধার ৩৮টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ১২২ রাউন্ড কার্তুজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম বর্ধমান: বেআইনি অস্ত্র ও বিস্ফোরক পাচারের বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সের বড়সড় অভিযান। পশ্চিম বর্ধমানের জামুড়িয়া ও পাণ্ডবেশ্বর থেকে উদ্ধার হয়েছে একের পর এক বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ কার্তুজ। অন্যদিকে, বীরভূমের মুরারইয়ে এটিএফের পৃথক অভিযানে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক। পরপর এই অভিযানে কার্যত চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পশ্চিমাঞ্চলের একাধিক জেলায়। এফটিএফের দাবি, অভিযানের সূত্রে সামনে এসেছে আন্তঃরাজ্য বেআইনি অস্ত্র ও বিস্ফোরক পাচারচক্রের যোগসূত্র। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরে এসটিএফের দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠক করে অভিযানের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন এসটিএফের পুলিশ সুপার সিদ্ধার্থ ধাপোলা। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, জামুড়িয়া ও পাণ্ডবেশ্বর থানা এলাকায় ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে এখনও পর্যন্ত মোট ৩৮টি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র, ১২২ রাউন্ড কার্তুজ এবং দুটি খালি ম্যাগাজিন উদ্ধার করেছে এসটিএফ। তদন্তকারীদের অনুমান, এই অস্ত্রের পিছনে রয়েছে আন্তঃরাজ্য পাচারচক্রের সক্রিয় যোগসূত্র।

এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অস্ত্র পাচারচক্রের সন্ধানে তদন্ত শুরু হয় ২০২৬ সালের ৩০ জুলাই। ওই দিন জামুড়িয়া থানার বেলবাদ মোড় থেকে খাইরুল আলম চৌধুরী ওরফে গদাই শেখ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তে তাঁর সঙ্গে আন্তঃরাজ্য অস্ত্র পাচারচক্রের



যোগাযোগের অভিযোগ সামনে আসে। বিহারের মুঙ্গের থেকে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে সেগুলি সরবরাহ করা হত বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পারেন এসটিএফ আধিকারিকরা। এরপর তদন্তের সূত্র ধরে ৪ আগস্ট ঝাড়খণ্ডের রাঁচি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় মহম্মদ সামশের হুসেনকে। ধৃতের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ৯ আগস্ট অন্ডাল থানার অন্তর্গত একটি পরিত্যক্ত ইসিএল আবাসনে অভিযান চালায় এসটিএফ। সেখান থেকে উদ্ধার হয় ১৫টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৫৭ রাউন্ড কার্তুজ এবং দুটি খালি ম্যাগাজিন। এই উদ্ধারের পর তদন্তকারীদের নজর আরও গভীর হয় অস্ত্র পাচারচক্রের নেটওয়ার্কের দিকে। তদন্তে নতুন মোড় আসে ২৬ অক্টোবর। পাণ্ডবেশ্বর থানার অন্তর্গত ডালুরবাদের বাসিন্দা শেখ সাহাজাহান ওরফে সাহাজানকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। তাঁকে পুলিশ হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গত ৩ ও ৫ নভেম্বর পাণ্ডবেশ্বর থানার দান্য গ্রামে পরপর অভিযান চালানো হয়। সাউথ শ্যামলা কোলিয়ারির কাছে কৃষিজমির মধ্যে গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখা অস্ত্রের সন্ধান পান তদন্তকারীরা। সেখান থেকে উদ্ধার হয় ৬টি দেশি লম্বা বন্দুক, ৪টি দেশি পিস্তল এবং ১১টি দেশি একনলা পাইপগান। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয় ৮ এমএম-এর ৪৭ রাউন্ড এবং ৭.৬৫ এমএম-এর ১৮ রাউন্ড কার্তুজ। এসটিএফের দাবি, একের পর এক অভিযানে উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের পরিমাণ ও ধরন থেকে এই পাচারচক্রের বিস্তৃতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র মিলেছে। জামুড়িয়া থানায় ৩১০/২৬ নম্বর মামলা রুজু করে অস্ত্র আইনের একাধিক ধারায় তদন্ত চলছে। তবে শুধু অস্ত্র নয়, বিস্ফোরক উদ্ধারের ক্ষেত্রেও বড়সড় সাফল্য পেয়েছে এসটিএফ। বীরভূমের মুরারই থানার অন্তর্গত বারুয়া গোপালপুরে গত ৪ ও ৫ নভেম্বর রাতে মুরারই থানার পুলিশের সহযোগিতায় অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে ১১৫০টি জিলেটিন স্টিক, ১০৬৪টি ডিটোনেটর এবং ৩২টি বৈদ্যুতিক তারের রোল উদ্ধার করা হয়েছে। প্রতিটি তারের রোলে ৩৭৫ মিটার করে তার রয়েছে। এই ঘটনায় মহম্মদ রেজা শেখ (৫৬) ও মুকেশ সিং (৪৯) নামে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে এসটিএফ।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতদের সঙ্গে ঝাড়খণ্ড ও বিহারে বেআইনিভাবে বিস্ফোরক মজুত এবং সরবরাহের যোগসূত্র থাকার অভিযোগ উঠে এসেছে। এই ঘটনায় মুরারই থানায় ৩১৬ নম্বর মামলা রুজু হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬১(২) ধারা এবং বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৪, ৫ ও ৬ ধারায় মামলা করা হয়েছে। একদিকে জামুড়িয়া-পাণ্ডবেশ্বরে মাটির নীচে ও গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখা অস্ত্রের সন্ধান, অন্যদিকে মুরারইয়ে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার, পরপর এই অভিযান বেআইনি অস্ত্র ও বিস্ফোরক পাচারচক্রের বিরুদ্ধে এসটিএফ-এর তৎপরতাকে সামনে এনেছে। তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখ ছেন, এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং অস্ত্র ও বিস্ফোরকের সরবরাহের নেটওয়ার্ক কতদূর বিস্তৃত।

কৃষকদের 'জীবন্ত ভগবান' সম্বোধন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

কৃষক কল্যাণে একাধিক ঘোষণা

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়ায় প্রশাসনিক সভা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কৃষক কল্যাণে গুরুত্ব আরোপ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর। একাধিক প্রকল্প ঘোষণা তাঁর। পুরশুড়ার বিদ্যাসাগর মাঠে আয়োজিত হয়েছিল এই সভা। চাঁপাডাঙা হাইস্কুলের অস্থায়ী হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টার থেকে নেমে গাড়িতে দুপুর ১২টা নাগাদ সভায় আসেন তিনি। সভা থেকে তিনি কৃষকদের সহায়তায় 'মুখ্যমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি' প্রকল্পের সূচনা করেন। আলু চাষিদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ-সহ কৃষি ও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের উপভোক্তাদের পরিষেবা বিষয়ে একাধিক ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরকারি আধিকারিক ও বিধায়ক-মন্ত্রীরা ছিলেন। সভা শেষে মুখ্যমন্ত্রী পুরশুড়া থানার নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন। এদিন পুরশুড়া থেকে একের পর এক ঘোষণা করতে শোনা যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে। পুরশুড়ায় মুখ্যমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পের সূচনা অনুষ্ঠানে সরকারি চাকরি, কৃষকদের আর্থিক সহায়তা, বিদ্যুতে ভর্তুকি এবং কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিয়ে একাধিক ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী জানান, '২০২৭ সালের ৮ মে-র মধ্যে রাজ্যে এক লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। পাশাপাশি বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য 'ভরসা' প্রকল্প চালুর কথাও ঘোষণা করেন। কৃষক সম্মান নিধির প্রথম কিস্তির টাকা জানুয়ারির শেষে সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। কৃষক বন্ধু প্রকল্পে ১ থেকে ৪০ শতক জমির জন্য বছরে ৪ হাজার টাকা এবং ৪০ শতকের বেশি জমির জন্য ৬ হাজার টাকা দু'টি কিস্তিতে দেওয়ার কথা জানান তিনি। আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সুবিধাভোগীদের তথ্য যাচাই সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ৪৬ লক্ষ চাষি উপকৃত হবেন। বন্যা কবলিত পূর্ব ও মেদিনীপুর, মালদা, হুগলির চাষিরা শস্য বীমা পাবেন। পিএম সম্মান নিধির পাশাপাশি তিন হাজার দেবেন রাজ্য। তিন দফায় পাবেন।' 'কৃষকদের জীবন্ত ভগবান' বলেন তিনি। বর্ধমান 'ধান্য ভাণ্ডার' বলে জানান। কৃষিকাজের বিদ্যুৎ সংযোগে প্রতি ইউনিটে ২ টাকা ভর্তুকি দেওয়ার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর জন্য অতিরিক্ত ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা জানান তিনি। তাঁর দাবি, বছরে এক লক্ষ টাকার বিদ্যুৎ খরচ ভর্তুকির ফলে প্রায় ৬০ হাজার টাকায় নেমে আসতে পারে। মঙ্গলকোট, আউশগ্রাম, রায়না, জামালপুর, চন্দ্রকোনা, গড়বেতা, পুরশুড়া, আরামবাগ, পাণ্ডুয়া, ধনেখালি ও হরিপালের কৃষকরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।



পাঁচ একর পর্যন্ত জমির কৃষকদের সরকারি ক্রয় কেন্দ্রে ধান বিক্রির ক্ষেত্রে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের অতিরিক্ত কুইন্ট্যাল প্রতি ২০০ টাকা দেওয়ার ঘোষণা করেন তিনি। ফলে ৫০ কুইন্ট্যাল ধান বিক্রিতে বাড়তি ১০ হাজার টাকা পাওয়া যেতে পারে। ধাপে ধাপে ধানের ক্রয়মূল্য কুইন্ট্যাল প্রতি ৩,১০০ টাকায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। ক্ষতিগ্রস্ত আলুচাষিদের ক্ষতিপূরণ, হিমঘরগুলিকে সরকারি সহায়তা এবং রাজ্যে সুফল বাংলার আরও ৫৫০টি বিপণন কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনার কথা জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী কুসুম প্রকল্পের মাধ্যমে সৌরশক্তিনির্ভর সেচব্যবস্থা এবং প্রধানমন্ত্রী ধনধান্য কৃষি যোজনার আওতায় কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়ায় বিশেষ কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচির কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। মেডিক্যাল কলেজে আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা সম্প্রসারণের পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে রাজ্যের ২৫ লক্ষ টাকা, কেন্দ্রের ২ লক্ষ টাকা এবং পরিবারের একজনকে স্থায়ী গ্রুপ-ডি চাকরি দেওয়ার দাবিও করেন তিনি। তবে সংশ্লিষ্ট ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ করেননি। একই সঙ্গে আরামবাগ জেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে ফের আসার কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। পুরশুড়ার সভা থেকে কৃষকদের উৎপাদন ব্যয় কমানো, আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি আরও বলেন, '১৩টি মেডিক্যালে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি হবে আরামবাগ-সহ অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজে।' এদিন মনোরঞ্জন আদক, মানস মান্না, প্রদ্যুৎ বেরা গোপাল চন্দ্র পাল, সৌমিতা ঘোষ, কালীপদ মাইতি-সহ বেশ কয়েক জন কৃষকদের চেক দেওয়া হয়। এদিন জয় গোবিন্দ ঘোরুই ও বিদ্যুৎ পাত্রদের বন্যায় ক্ষতি পুরন পান। সিড কিট পান শরদিন্দু দুয়ারি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দুর্গা পুজোর সময় আরামবাগে কেন সাধারণ মানুষ রেশন পেলো না সেই বিষয়ে প্রশ্ন শুনে জেলা শাসককে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার নির্দেশ দেন। সবমিলিয়ে পুরশুড়ার প্রশাসনিক সভায় জনস্রোত।

উত্তরাখণ্ডে ট্রেকিংয়ে গিয়ে নিখোঁজ বাঁকুড়ার ২ যুবকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: উত্তরাখণ্ডের কেদারতালে ট্রেকিং করতে গিয়ে তুষারঝড়ে নিখোঁজ হওয়া বাঁকুড়ার ৫ যুবকের মধ্যে ২ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এই দুজন হল রিন্টু মণ্ডল (৪০) ও উদয় ঘোষ (৩০)। এই দু'জনেরই বাড়ি বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন শালবনী গ্রামে।

বাকি ৩ জনের খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি। উত্তরাখণ্ড 'সিভিল অ্যাভিয়েশান ডেভলপমেন্ট অথোরিটির' হেলিকপ্টারের সাহায্যে উত্তরাখণ্ড রাজ্যের এসডিআরএফ টিম বাকিদের তল্লাশি চালাচ্ছে। বিভিন্ন সূত্রে জানা গিয়েছে যে বাঁকুড়ার ৫ জন-সহ ১২ জনের একটি দল উত্তরাখণ্ডের গঙ্গোত্রী বেস ক্যাম্প থেকে কেদারতাল পর্যন্ত ট্রেকিং করার জন্য রওনাও দেয়। এই পথে ৪ হাজার মিটার উচ্চতায় তুষারঝড়ে নিখোঁজ হয়ে যান ওই দলের ৮ সদস্য। এই দলে থাকা শেরপা ও সহকারী মিলিয়ে মোট ৪ জন শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ৩০ অক্টোবর নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছে অপর ৮ জন নিখোঁজ হওয়ার খবর জানান। এই খবর পেয়ে উদ্ধার কাজে নামে উত্তরাখণ্ড সরকার। এই দলে ছিল বাঁকুড়া জেলায় তাপস বাউড়ি, রতন ঘোষ, রিন্টু মণ্ডল, উদয় ঘোষ ও মনোজ খাওয়াস। প্রথম ৪ জনের বাড়ি বাঁকুড়ার শালবনী গ্রামে এবং মনোজ খাওয়াসের বাড়ি বাঁকুড়ার কেশরা গ্রামে। অপর ৩ নিখোঁজ অভিযাত্রীর মধ্যে ২ জনের বাড়ি উত্তরপ্রদেশের লখনউ ও ১ জনের বাড়ি উত্তরাখণ্ডের উত্তর কাশিতে। এই উদ্ধারকারি দল এখনও পর্যন্ত ৪ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। এই ৪ জন হল বাঁকুড়ার শালবনীর রিন্টু মণ্ডল (৪০), উদয় ঘোষ (৩০) এবং উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের দুই বোন বর্তিকা বর্মা ও দীপিকা বর্মা। সময় যত গড়াচ্ছে ততই নিখোঁজ হওয়া বাঁকুড়ার বাকি ৩ যুবকের পরিবারগুলিতে বাড়ছে উদ্বেগ। বিশেষ করে বাঁকুড়া থেকে যাওয়া দু'জন মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার ঘটনায়। উত্তরাখণ্ড 'সিভিল অ্যাভিয়েশান ডেভলপমেন্ট অথোরিটির' হেলিকপ্টারের সাহায্যে উত্তরাখণ্ড রাজ্যের এসডিআরএফ টিম গত দু'দিন ধরে হিমালয়ের নির্দিষ্ট ওই স্থানে তল্লাশি চালালেও এখনো নিখোঁজ ৮ জনের কোনও খোঁজ মেলেনি। উত্তরাখণ্ড সরকারের তরফে জানানো হয়েছে উচ্চ হিমালয়ের দুর্যটনাস্থলে আবহাওয়া প্রতিকূল থাকায় মাঝে মধ্যেই তল্লাশি অভিযান বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এদিকে সময় যত যাচ্ছে ততই নিখোঁজ অভিযাত্রীদের পরিবারগুলিতে বাড়ছে উদ্বেগ। প্রশাসনের তরফে পরিবারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে

চন্দ্রকোনায় উদ্ধার বিপুল নিষিদ্ধ শব্দবাজি, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দ্রকোনা: পুলিশের গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ শব্দবাজি তৈরির কারবারের পর্দাফাঁস করল চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ। অভিযানে প্রায় ১০ কেজি শব্দবাজি এবং বাজি তৈরির সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা থানার ভাতহাড়া গ্রামের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই গ্রামের বাসিন্দা অজিত সাঁতরার বাড়িতে নিষিদ্ধ শব্দবাজি তৈরি হচ্ছে বলে গোপন সূত্রে খবর পায় পুলিশ। সেই খবরের ভিত্তিতে চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে অভিযান চালায়। পুলিশের গাড়ি দেখেই ঘটনাস্থল থেকে পালানোর চেষ্টা করেন অভিযুক্ত। তবে পুলিশ দ্রুত এলাকা ঘিরে ফেলায় শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান অজিত সাঁতরা। এরপর অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে মজুত করে রাখা বাজি তৈরির সামগ্রী এবং প্রায় ১০ কেজি শব্দবাজি উদ্ধার করে পুলিশ। সমস্ত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি অজিত সাঁতরাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৃহস্পতিবার ধৃত অজিত সাঁতরাকে ঘাটাল আদালতে পেশ করা হয়েছে। নিষিদ্ধ শব্দবাজি তৈরির কারবারের সঙ্গে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কি-না, তা খতিয়ে দেখছে চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ।

নবদ্বীপ ভাগীরথীতে স্নানে নেমে তলিয়ে গেল দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: পুলিশের পরীক্ষার শরীরচর্চা সেরে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল দুই বন্ধু। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে নবদ্বীপের দেয়ারাপাড়া সংলগ্ন কর্মমন্দির মাঠের ঘাট এলাকায়। নিখোঁজ দুই যুবকের নাম আদিত্য সাহা (২০) ও সুরোজিৎ দে। নবদ্বীপ শহরের চটির মাঠ পাল পাড়া এলাকার বাসিন্দা এবং সুরজিতের বাড়ি নবদ্বীপের দণ্ডপাণিতলা কাঁসারিপাড়ায়। ঘটনার আড়াই ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও কোনও ডুবুরি বা বিপর্যয় মোকাবিলা দল ঘটনাস্থলে না পৌঁছানোয় নিখোঁজদের পরিবার ও স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সকালে কর্মমন্দির মাঠে প্র্যাকটিস শেষে আদিত্য ও সুরজিৎ দেয়ারাপাড়া ঘাটে গঙ্গায় নামে। ঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা স্কুলগাড়ির চালক দুলাল ঘোষ জানান, সকাল সোয়া ন'টা নাগাদ ঘাটের পাড় থেকে মাত্র দশ ফুট দূরে স্নানরত এক যুবককে আচমকা একবার মাথা তুলে পরক্ষণেই তলিয়ে যেতে দেখেন তিনি। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও সে আর ভেসে না ওঠায় তিনি দ্রুত মাঠে থাকা অন্যদের খবর দেন। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে ঘাটের পাড় থেকে নিখোঁজদের সাইকেল ও মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়। এর পরই পরিবারের সদস্য ও নবদ্বীপ থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘাটে ছুটে আসেন নিখোঁজদের বন্ধু সোমনাথ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ৯টার মধ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নবদ্বীপ থানায় দ্রুত জানানো সত্ত্বেও বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে কোনও রেসকিউ টিম বা ডুবুরি পাঠানো হয়নি। নবদ্বীপ একটি গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল ও তীর্থক্ষেত্র হওয়া সত্ত্বেও এখানে এমন দুর্ঘটনা বারবার ঘটছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। এলাকাবাসীর দাবি, সাধারণ মানুষ ও পুণ্যার্থীদের সুরক্ষার স্বার্থে এবং যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি দ্রুত সামাল দিতে নবদ্বীপে অবিলম্বে অন্তত চারজনের একটি স্থায়ী ডুবুরি দল মোতায়েন করা প্রয়োজন। এরপর বিপজ্জয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা এসে ইতিমধ্যেই তল্লাশি শুরু করেছে।

সিএএ নিয়ে বনগাঁয় প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: সিএএ নিয়ে এসডিও অফিসে প্রশাসনিক বৈঠক উপস্থিত বনগাঁর দুই মন্ত্রী। বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ এসডিও অফিসে সিএএ বিষয়ে বৈঠক হলো। বৈঠকে প্রশাসনিক আধিকারিকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ও রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী। বৈঠক শেষে শান্তনু ঠাকুর জানান, 'সিএএ প্রক্রিয়া কিভাবে সরলীকরণ করা যায় সে বিষয়ে বৈঠক হলো। তিনি আরও জানান, 'পোর্টালে যে কাগজ দেওয়া হচ্ছে এবং ভেরিফিকেশনের যে কাগজ দেওয়া হচ্ছে সেটা অনেক সময় অনেকে বুঝতে পারছে না, সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। একইসঙ্গে তিনি আরও জানান, 'বাংলাদেশের ডকুমেন্ট যাতে না লাগে তার জন্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছি।' মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া বলেন, 'উত্তর ২৪ পরগনায় প্রায় ৯০ হাজার দিয়ে ফর্ম ফিলাপ হয়েছে। যার মধ্যে বনগাঁর প্রায় ৪৫০০০ কিন্তু বনগাঁর সার্টিফিকেট পেয়েছে ১২০০ বাংলাদেশের ডকুমেন্টস নিয়ে কিছু সমস্যা হচ্ছে। দ্রুত নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য এসডিও ম্যাডামকে বলা হয়েছে বাংলাদেশের ডকুমেন্টস নিয়ে যতটা সরলীকরণ করা যায় করবেন।'

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন : (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেইল : sbi.15196@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ : নাম : মল্লিকা দে, ই-মেইল আইডি : sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৬২৯০৬ ৯২৯৬৩

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য রুল ৮(৬)-এর সাথে পঠিত রুল ৯(১)-এর শর্তাবলীর অধীনে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতাদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরড পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা নীচে বর্ণিত সিকিউরড সম্পদ, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড পাওনাদার-এর অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, তা নীচে উল্লিখিত তারিখে **"যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন যা আছে"** এবং **"যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৬.১১.২০২৬
নিলামের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা পর্যন্ত প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ গ্যারান্টার(দের) নাম	বিক্রি করা সম্পদের বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @ ১০ শতাংশ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা(রা)** **ক) মহ. মজিদ** পিতা- প্রয়াত আব্দুল জব্বর **খ) নাহিদা খাতুন** স্বামী- মহ. মজিদ **উভয়ের ঠিকানা :** ৪৭বি, ক্যানাল ইস্ট রোড, ফাসি মসজিদের কাছে, নারকেলডাঙ্গা, কলকাতা ৭০০০১১ **আরও ঠিকানা :** এফআর ২, ৪র্থ ফ্লোর, গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ৮২৮, উত্তর-পূর্ব ফরতাবাদ, স্কিম প্লট নং এসসি ১, ফেজ - ২-এর মধ্যে, গুলমোহর পার্কের মধ্যে, পোঃ গড়িয়া, কলকাতা ৭০০০৮৪। **আরও ঠিকানা :** ৩/৪এ/এইচ/১৭, নারকেলডাঙ্গা মেইন রোড, ফাঁসি মসজিদের কাছে, নারকেলডাঙ্গা, কলকাতা -৭০০০১১।	দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার, এ.ডি.এস.আর.ও. গড়িয়া, থানা সোনারপুর, ০২৮ নং ওয়ার্ড, রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় সীমানার মধ্যে, উত্তর-পূর্ব ফরতাবাদ, ৮২৮ নং হোল্ডিং, কলকাতা - ৭০০ ০৮৪, পোঃ গড়িয়া, থানা সোনারপুর, গুলমোহর পার্কের মধ্যে, ফেজ - ২-এ, এসসি - ১ নং স্কিম প্লটের অধীনে, আর.এস. খতিয়ান নং ৯৫, ১৭৪০, ১৭৪২, ১৭৪৩-এর, আর.এস. দাগ নং ৩৯৭৩ এবং ৩৯৭৪-এর অন্তর্ভুক্ত, ৪৭ নং জে.এল., মৌজা - বরহাঁস ফরতাবাদ-এ অবস্থিত প্রায় ৯.৯০ ডেসিম্যাল জমির উপর নির্মিত বহুতল ভবনের সাধারণ এলাকা এবং জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশের সাথে ১২০ বর্গফুট পরিমাপের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ২ নং কার পার্কিং স্পেস সহ দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম দিকের কমবেশি ১১৩২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের ৪র্থ ফ্লোরে এফআর-২ নং-এর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা ০৬ কাঠার (প্রায়) সমান। **সম্পত্তিটি মহ. মজিদের নামে রয়েছে,** যা পশ্চিমবঙ্গ, এ.ডি.এস.আর. গড়িয়া-এর অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে ১৩৪৬০৬ থেকে ১৩৪৬৪০ নং পৃষ্ঠায়, ১৬২৯-২০১৮ ভলিউম, বুক -১-এ নিবন্ধিত, **২০১৮ সালের ১৬২৯০৪৪৩১ নং ডিড** অনুযায়ী। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলের অধীনে রয়েছে**	**৫৩,২১,০০০.০০ টাকা** (তিপ্পান্ন লক্ষ একুশ হাজার টাকা) ৩৩.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী এবং তার উপর পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৩৮,৩৬,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৮৩,৬০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগকারী ব্যক্তি** ৬২৯০৬ ৯২৯৬৩ ৮০০১১৯৫৮৯১

পরিদর্শনের তারিখ : ১৬.১১.২০২৬ এবং ১৯.১১.২০২৬
পরিদর্শনের সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সিকিউরড পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক **https://BAANKNET.com**-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন
খ) ইচ্ছুক বিডার/দের নিলামের তারিখের অনেক আগে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি /আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড এর কাছে রক্ষণাবেক্ষণ করা তাদের বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি হওয়া চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করা উচিত। যেকোনো জিজ্ঞাসার জন্য অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com**-এ যোগাযোগ করুন বা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

ইচ্ছুক বিডারকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে উপরোক্ত উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিস্তারিত শর্তাবলী পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্